ভাতা বাড়াতে শিক্ষা উপদেষ্টার চিঠি অসন্তুষ্ট শিক্ষকরা

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব এখন শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠি চালাচালিতে আটকে আছে। প্রস্তাব অনুযায়ী ভাতা দ্বিগুণ হলেও শিক্ষকরা সন্তুষ্ট নন। তাঁদের দাবি, সরকারি চাকরিজীবীদের মতো মূল বেতনের নির্দিষ্ট শতাংশ অনুযায়ী বাড়িভাড়া দিতে হবে। এ দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে নামার আলটিমেটাম দিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলো।

সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৭৬৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়– বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ ৯৮ হাজার এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী মাসে

■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

ভাতা বাড়াতে শিক্ষা উপদেষ্টার চিঠি অসন্তুষ্ট শিক্ষকরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এক হাজার টাকা বাড়িভাড়া ও ৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা পান। প্রস্তাব অনুযায়ী, বাড়িভাড়া দ্বিগুণ হয়ে ২ হাজার এবং চিকিৎসাভাতা ১ হাজার টাকায় উন্নীত হবে। পাশাপাশি কর্মচারীদের উৎসবভাতা ৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করলে মোট খরচ হবে প্রায় ৭৬৯ কোটি টাকা।

শিক্ষা উপদেষ্টা তাঁর চিঠিতে বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ ও জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে ভাতা বাড়ানো জরুরি। এতে তাঁদের পেশাদারত্ব বাড়বে, শিক্ষার মানোন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তবে শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো এই প্রস্তাবে খুশি নয়। সংগঠনগুলো বলছে, সরকারি চাকরিজীবীরা মূল বেতনের ওপর ৩৫ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িভাড়া পান, অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পান মাত্র ১ হাজার টাকা। চাকরিজীবীরা যেভাবে ভাড়া পান, আমাদেরও সেই নিয়মে দিতে হবে। আমরা এ দাবি বাস্তবায়ন করব।'

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাগ জানিয়েছে, প্রস্তাবটি বিবেচনায় রয়েছে। প্রয়োজনে সংশোধিত বাজেটে সংস্থান রাখা হতে পারে। তবে শিক্ষক নেতাদের মতে, চিঠি চালাচালিতে সময় নষ্ট না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক সংগঠনগুলোও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আংশিক সমাধানে শিক্ষকরা ঘরে ফিরবেন না।

গত ১৩ আগস্ট সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, মেডিক্যাল ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান এবং সর্বজনীন বদলি চালুসহ এমপিওভুক্ত (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক সমাবেশ ও সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করা সামনের সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দেন।

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবি মেনে নিতে হবে। সরকারকে এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করার ঘোষণা দেন। এতেও দাবি পূরণ না হলে আগামী ১২ অক্টোবর থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালনের হুমকি দিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান

×